তোমাকে চাই

দেবীপ্রসাদ ঘোষ

সবসময় 'তুমি' বলে ডাকলে একঘেয়ে লাগে, তাই মাঝে মাঝে 'তুই' বলেও ডাকি। তা দেখে শত্রুরা বলে 'ভুলো মন'। আর বন্ধুরা বলে 'কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বাস্তব প্রয়োগ। তুমি নাকি 'শুধুই বন্ধু' আর 'বউ' – এই দুটো স্টেটের মধ্যে অবস্থান করছ। শেষ মেশ কোনটাতে collapse করবে শুধু তারই অপেক্ষা।'

আসলে আমি ভয় পাই। গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাবার ভয়। যদি জেনে যাও, আমি তোমায় ভালোবাসি। যদি জেনে যাও, আমি তোমায় সমস্ত দিতে প্রস্তুত। আমি চাই তোমার মনেও কিছু সন্দেহ থাকুক আমাদের ভালোবাসার ব্যাপারে, আমার যেমন আছে।

কিছুটা বাস্তব আর কিছুটা কল্পনা দিয়েই সন্দেহের সৃষ্টি। যেন জটিল সংখ্যা (complex number)। তাই জটিল সংখ্যার মত সমস্ত সন্দেহেরই conjugate বা প্রতিসন্দেহ আছে, যেটা একই বাস্তব কিন্তু উল্টো কল্পনা দিয়ে তৈরী। যেমন ধর -

বাস্তব - তুমি অরুণের সাথে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলে।

আমার কল্পনা - তুমি তখন খুব আনন্দে ছিলে। তোমার আনন্দ যতটা না সিনেমার জন্য ছিল তার চেয়েও বেশী অরুণের উপস্থিতির জন্য। তখন আমার কথা একবারও মনে পড়েনি তোমার।

এই বাস্তব আর কল্পনা দিয়েই আমার সন্দেহ – 'তুমি অরুণকে ভালোবাস' আর এর প্রতিসন্দেহে বাস্তবটা একই কিন্তু কল্পনাটা উল্টো।

আমার উল্টো কল্পনা - সিনেমা দেখা ছাড়া বাকি অংশটাতে তুমি বোর ফিল করেছো
এবং ভেবেছ অরুণের জায়গাতে যদি আমি থাকতাম তাহলে খুব ভাল হত।

দুটো সন্দেহেরই বাস্তব তথ্য এক কিন্তু কল্পনাটা উল্টো। এই দুটো সন্দেহ এবং প্রতিসন্দেহকে গুণ করলে নাকি একটা বাস্তব তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু আমি তোমাকে নিয়ে সন্দেহের সাথে তার প্রতিসন্দেহের গুণ করি না। তোমাকে নিয়ে কল্পনা করতে অবশ্য আমি ভালোবাসি এবং অবশ্যই তার সাথে কিছুটা বাস্তব মিশিয়ে বেশ সুন্দর সুন্দর সন্দেহ তৈরী করি; কিন্তু কখনই ওই নিষিদ্ধ গুণ করি না। আসলে আমি ভয় পাই। সেই বাস্তব গুণফল যদি হৃদয় বিদারক হয়!

তবে অন্য রাস্তা আছে যেখানে ফলাফল দুম্ করে আসে না, তাই হৃদয় বিদারক নয়। সেটা হল Energy approach.

Total Energy = Kinetic Energy + Potential Energy = Constant
(পূর্ণ শক্তি) (গতি শক্তি) (স্থিতি শক্তি) (সমমান)

গতি শক্তি – তুমি আজ এই ছেলে, কাল অন্য ছেলে; এইভাবে কতটা ছোটাছুটি করছ তার ওপর নির্ভরশীল।
স্থিতি শক্তি – একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে, মানে আমার থেকে কত কাছে তোমার অবস্থান – এর ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ অবস্থান নির্ভর।

তা তুমি সারাক্ষণ কোথায় কার পেছনে কতটা ছোটাছুটি করলে সেটা আমার পক্ষে জানা তো সম্ভব নয় – মানে তোমার গতি শক্তি মাপা সম্ভব নয়। কিন্তু স্থিতি শক্তি? সেটা তো আমি মাপতেই পারি। আমি দিন দিন মাপি আমার সাপেক্ষে তোমার অবস্থান কোথায় এবং অপেক্ষা করতে থাকি কবে তুমি তোমার সমস্ত ছোটাছুটি বন্ধ করে আমার একদম পাশে এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু এই হিসাবটা ঠিক যদি তুমি এবং তোমার আশপাশটা নিয়ে পুরো system-টা conservative হয়। কিন্তু তুমি তো conservative নও। অন্যকেউই নয়, অতএব system-টাও নয়। সেটা নিয়েও একটা হিসাব আছে, তবে কঠিন। প্রতি মুহূর্তের পূর্ণ শক্তি থেকে non-conservative শক্তি বাদ দিয়ে দিয়ে হিসাব করতে হবে। তবে তোমাকে নিয়ে সেরকম কোনো কঠিন হিসাব করি না। তাই শত্রুরা বলে আমি নাকি অঙ্কে কাঁচা। আর বন্ধুরা বলে, 'হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা সূত্রের ফল।' অর্থাৎ, আমি যত সূক্ষ্ম করে তোমার Energy বা momentum মাপতে যাব, আমার সাপেক্ষে তোমার অবস্থান ততই অনিশ্চিত হয়ে যাবে। আসলে আমি ভয় পাই। কারণ এত করেও হিসাবটা কিন্তু ঠিক হবে না। যেহেতু আমার চারদিকে শুধু তুমি একা নও, আরো অনেক সুন্দরী ছোটছুটি করছে; সেহেতু তাদের Energy গুলোও হিসাবে গরমিল করবে।

তাই সবচেয়ে সহজ উপায় হল Lagrangian Method। নিয়মটা হল, যত খুশী মেয়ে নাও। ধরে ধরে সবার Lag-range বার কর আর different ভাবে partiallity কর তাদের প্রতি। পেয়ে যাবে প্রতিটি মেয়ের governing equation। কিন্তু আমি তোমার জন্য এসব কিছু করি না। তাই দেখে শত্রুরা বলে 'তথ্যের অভাব'। বন্ধুরা বলে, 'সব তথ্যই আপেক্ষিক। পরম তথ্য বলে কিছুই হয় না। কি হবে এই তথ্য নিয়ে?'

কিন্তু আসল কথা হল – আমি তোমার অঙ্ক চাই না। আমি শুধু তোমাকে চাই। তোমাকেই চাই।